অধ্যায়-৮: কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'—১

বিন্যাসক্রম

৮.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

৮.২ পরিচিতি

৮.৩ কৃষ্ণদাস কবিরাজের আবির্ভাব ও জীবনীকাব্য হিসাবে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'

৮.৩.১ কৃষ্ণদাস কবিরাজের আবির্ভাব ও পরিচয়

৮.৩.২ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এর রচনাকাল

৮.৩.৩ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এর উৎস

৮.৪ শক্তিতত্ত্ব

৮.৪.১ চিচ্ছক্তি

৮.৪.২ জীবশক্তি

৮.৪.৩ মায়াশক্তি

৮.৫ শ্রীচৈতন্য অবতারের কারণ

৮.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

৮.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

৮.৮ অতিরিক্ত পঠন

৮.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

৮.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৮.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের রচয়িতা সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তুলতে পারবেন।
- বাংলার বৈষ্ণব সমাজে পরম শ্রদ্ধেয় এই গ্রন্থের রচনা, উপাদান ও উৎস সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ অবলম্বনে হিন্দু সমাজে পরম আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতত্ত্ব বিষয়ে জানতে পারবেন।
- বাংলার ভক্তি আন্দোলনের প্রাণভোমরা চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বিষয়ে বৈষ্ণব দর্শনকেন্দ্রিক মীমাংসা বিষয়ে বুঝতে সক্ষম হবেন।

৮.২ পরিচিতি

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে এক ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। চৈতন্যদেব নিজে কোন গ্রন্থ লিখে না গেলেও চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে প্রভূত জীবনীমূলক গ্রন্থ লেখা হয়েছে এমনকি চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের গতিপথ পরিবর্তন করেছে। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে লেখা 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে চৈতন্যদেবের জীবন সম্পর্কে নানান দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি কৃষ্ণ তত্ত্ব, রাধা তত্ত্ব এবং সর্বোপরি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূল ভাষ্য ফুটে উঠেছে।

৮.৩ কৃষ্ণদাস কবিরাজের আবির্ভাব ও জীবনীকাব্য হিসাবে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'

৮.৩.১ কৃষ্ণদাস কবিরাজের আবির্ভাব ও পরিচয়: বাংলা চৈতন্যজীবনী সাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতে বৈদ্য কবির আবির্ভাব কাল নিয়ে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না। ড. দীনেশচন্দ্র সেন কবির আবির্ভাব কাল হিসাবে ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দকে নির্দেশ করেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিজের সম্পর্কে দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় তাঁর পিতা ছিলেন ভগীরথ ও মাতা ছিলেন সুনন্দা। অভাবের সংসারের দিন অতিবাহিত করার সময় নিজের ছয় বৎসর বয়সে তিনি তাঁর পিতাকে হারান এবং পিতার মৃত্যুর একমাস পরে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। দীনেশচন্দ্র সেনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহাপ্রভুর তিরোভাবের সময় কবির বয়স ছিল ষোল বৎসর। নিজে তাঁর বর্ণনায় জানান নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি বৃন্দাবনে পৌঁছান এবং পরবর্তীতে শ্রীরূপ আদি ষড়গোস্বামীকে নিজের শিক্ষাগুরু পেয়ে তাঁদের কাছে শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তী বৃন্দাবনের এ সকল গোস্বামীদের আগ্রহে তিনি শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলা বিষয়ে আলোকপাতের আকাঙ্ক্ষাতে বার্ধক্য বয়সে প্রায় অসক্ত অবস্থায় 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন।

কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর যে সমস্ত লীলা এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন, তা তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করেননি উপরন্তু তাঁর গ্রন্থ মহাপ্রভুর তিরোধানের অনেক পরে লেখা। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানবন্দি, বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত', মুরারি গুপ্তের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কাব্য', স্বরূপ দামোদরের কড়চা, কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটক, সনাতন প্রমুখ গোস্বামীদের মৌখিক বিভিন্ন উক্তি থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

৮.৩.২ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' পুথির রচনাকাল: 'চৈতন্যচরিতামৃত'-র রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিত মহলে মত ভিন্নতা লক্ষণীয়। অধিকাংশ পুথির শেষে রচনাকাল জ্ঞাপক যে শ্লোকটি পাওয়া যায়, সেটি হল—

'শাকে সিন্ধুগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যেঽহহ্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ।'

-শ্লোকটির অর্থ হল 'সিন্ধুগ্নিবাণেন্দৌ অর্থাৎ সিন্ধু-অগ্নি-বাণ-ইন্দু শকাব্দে জ্যৈষ্ঠমাসে রবিবারে কৃষ্ণপঞ্চমীতে বৃন্দাবন মধ্যে এই গ্রন্থ পূর্ণতা পাইল।' এবার শকাব্দের এই বর্ণনাত্মক হিসেব মিলালে পাই সিন্ধু= ৭, অগ্নি= ৩, বাণ= ৫, ইন্দু=১, এই সূত্রের নির্দেশে 'অঙ্কস্য বামা গতি' হিসাবে ধরলে পাওয়া যায় ১৫৩৭ শকাব্দ, যা খ্রিস্টাব্দের হিসাবে (১৫৩৭+৭৮)= ১৬১৫, যাকে অনেকেই 'চৈতন্যচরিতামৃত'-র রচনাকাল বলে মনে করেন। আবার নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস'-এর ২৪ বিলাসে 'সিন্ধুগ্নিবাণেন্দৌ'-এর জায়গায় 'অগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ' পাওয়া যায়। যার ফলে গ্রন্থটি আবির্ভাবকাল দাঁড়ায় ১৫০৩ শকাব্দ। যদিও এই মত সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে, কারণ 'প্রেমবিলাস'-র প্রামাণিকতা সম্বন্ধেই নানা সন্ধহের অবকাশ রয়েছে। অন্যদিকে কবিরাজ গোস্বামীর পুথিতে যে শ্রীজীব গোস্বামীর 'গোপালচম্পূ' গ্রন্থের উল্লেখ আছে সেই গ্রন্থটির উত্তরার্ধ লেখা শেষ হয় ১৫১৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দে। তাই এর থেকে সহজেই অনুমেয় যে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটি কখনোই ১৫০৩ শকাব্দ বা ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দের গ্রন্থ হতে পারে না।

আবার উপযুক্ত শ্লোকের সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে সিন্ধু হল ৪, সংস্কৃত সাহিত্যেও সিন্ধু ৪ অর্থেই ব্যবহৃত হত। তাই সিন্দুকে ৪ ধরলে গ্রন্থটির রচনাকাল দাঁড়ায় ১৫৩৪ শকাব্দ। এখানে আশ্চর্যের বিষয় হল ১৫৩৭ সৌর ও গৌণচান্দ্র মতানুযায়ী জৈষ্ঠ্য মাসের কৃষ্ণপঞ্চমী তিথি রবিবার পড়েছিল। আবার চান্দ্র মত অনুযায়ী ১৫৩৪ শকাব্দের জৈষ্ঠ্য মাসের কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিও রবিবার ছিল। তাই এই সমস্যার ফলশ্রুতিতে সমালোচকেরা জানিয়েছেন 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের রচনাকাল ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের ৭ই জুন কিংবা ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে-এর যেকোন একটি হতে পারে। কিন্তু সামগ্রিক যুক্তি পরম্পরার নিষ্পত্তি টেনে একথা বলা যায় যে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের আবির্ভাব কাল ষোড়শ শতকের শেষার্ধ।

৮.৩.৩ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-র উৎস : 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর উৎস সম্পর্কে গ্রন্থের রচনাকাল প্রসঙ্গে গ্রন্থটির উৎস বিষয়ে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। মূলত এই অংশের উদ্দেশ্য হল কবিরাজ গোস্বামী তাঁর এই বিশেষ গ্রন্থের উপাদান কোথা থেকে কীভাবে সংগ্রহ করেছিলেন। মুরারি গুপ্ত, কবি কর্ণপুর, স্বরূপ দামোদর, বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ অন্তর্গত উপাদান যেমন তিনি সংগ্রহ করেছেন তেমনি এর বাইরেও তিনি নানা উপাদান সংগ্রহ করেছেন। মনে রাখতে হবে মহাপ্রভুর ও তাঁর প্রধান পার্ষদ অদ্বৈত মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ দাসের সঙ্গে কবিরাজ গোস্বামীর সাক্ষাৎ-দর্শন হয়েছিল। শ্রদ্ধেয় রাধাগোবিন্দ নাথ মনে করেন যে বিশ-পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ পেয়ে বৃন্দাবনে পদার্পণ করেছিলেন। বৃন্দাবনে গিয়ে তিনি শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভৃতি বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সঙ্গে মিলিত হন। এঁরা প্রায় সকলই মহাপ্রভুর কোন না কোন দিব্য লীলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পরবর্তীতে বৃন্দাবনের এই সকল গোস্বামীদের চৈতন্য-চিন্তন ও চৈতন্য-চরিত্র বিষয়ে আলাপ শুনেই কবিরাজ গোস্বামী অনেকাংশে তাঁর কাব্য শরীর নির্মাণ করেন। আলোচ্য চৈতন্যচরিতামৃত

গ্রন্থেই এর বিশেষ প্রমাণ রয়েছে এছাড়াও যে সকল গ্রন্থ রচনা থেকে তিনি উপকরণ সংগ্রহ করেন তারও সাক্ষ্য বহন করে আলোচ্য 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটি। যেমন মুরারি গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদরের গ্রন্থের সহযোগিতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি লেখেন—

"আদি লীলার মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারিগুপ্ত করিলা গ্রথিত।।
প্রভুর শেষলীলা স্বরূপদামোদর।
সূত্র ধরি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর।।"

-এভাবেই যেসকল গ্রন্থ থেকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন, তাদের উৎস নির্দেশ তিনি করে গিয়েছিলেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি কবি কর্ণপুরের গ্রন্থটির কথা বলেননি; এর কারণ কবি কর্ণপুরের গ্রন্থের মুখ্য উপজীব্য মুরারি গুপ্তের কড়চা, আর কড়চাই কবি সংগ্রহ করেছিলেন।

৮.৪ শক্তিতত্ত্ব

বৈষ্ণবীয় দর্শন অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ আদি ও অনন্ত শক্তির আকর। তিনি সর্ব শক্তিমান। ফলত তাঁর শক্তিতত্ত্ব প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি মাত্রর'ই অনন্ত পিপাসা। আসলে শ্রীকৃষ্ণের এই অনন্ত শক্তিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এই তিনটি শক্তি হল চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি।

৮.৪.১ চিচ্ছক্তি :

শ্রীকৃষ্ণের চিত্তের স্বরূপ-সমন্ধীয় শক্তিকে চিহ্নিত করা হয় চিচ্ছক্তি হিসাবে; চিচ্ছক্তি অর্থাৎ চিৎ-শক্তি। এই চিচ্ছক্তি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে অবস্থান করে বলে কৃষ্ণের এই শক্তি স্বরূপশক্তি হিসাবেও পরিচিত। চিৎ ভাবের যা শক্তি, তার নাম সংবিৎ। এই শক্তির ক্রিয়াতেই কৃষ্ণ সদাসর্বদা চেতন। এর দ্বারাই তিনি জীবজগৎকে সচেতন করেন। জ্ঞান বুদ্ধির প্রেরণা দেন। জীব কুলের চৈতন্যের উদয় ঘটান। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধেই এই শক্তি ক্রিয়াশীল। আসলে এই শক্তির কার্যক্রমেই তিনি অন্তরঙ্গ-লীলা-বিলাস করে থাকেন। আর এজন্যই এই শক্তির আর একটি নাম 'অন্তরঙ্গা শক্তি।' লীলাময়, কৃপাময়, প্রেমময়, রসময়, পরমব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ। অর্থাৎ সৎ, চিৎ আনন্দ শক্তির সংযোগে গড়ে উঠেছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। আসলে ভগবানের স্বরূপে সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটি গুণবস্তু রয়েছে। তারই অনুসরণে চিচ্ছক্তির বৃত্তিও তিনটি। সৎ অংশের শক্তি সন্ধিনী, চিৎ অংশের সম্বিত ও আনন্দ অংশের শক্তি হ্লাদিনী। এক্ষেত্রে সন্ধিনীর পরিচয় কর্ম, যার দ্বারা ভগবান নিজের সত্তা ও অপরের সত্তাকে রক্ষা করেন। সম্বিতের পরিচয় জ্ঞান, যার দ্বারা ভগবান নিজেও জানতে পারেন এবং

অন্যকেও জানাতে পারেন। অন্যদিকে হ্লাদিনীর পরিচয় প্রেম বা ভক্তি বা আনন্দ, যার দ্বারা ভগবান নিজেও আনন্দ উপভোগ করেন আবার অন্যকেও আনন্দ উপভোগ করান। সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখেনা কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমাহারই সচ্চিদানন্দ।

৮.৪.২ জীবশক্তি :

অনন্ত-কোটি জীব শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তির অংশ। এই জীবশক্তি শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তি ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি, এই দুইয়ের একটিরও অংশভূত নয় বলে একে বলা হয় শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তি। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল জীবশক্তি চিচ্ছক্তি বা মায়াশক্তি উভয়ের নিয়ন্ত্রণেই প্রবেশ করতে পারে। জীব যখন নিজের স্বরূপগত পরিচয় ভুলে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ হয়ে যায় তখন সে মায়াশক্তির আকর্ষণে পড়ে আবার অন্যদিকে জীব যখন নিজের স্বরূপগত স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রেখে শ্রীকৃষ্ণ অভিমুখে যাত্রা করে তখন সে অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়।

৮.৪.৩ মায়াশক্তি :

প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডকে অবলম্বন করে যে শক্তি তার কার্যক্রম বিস্তার করে সেই শক্তিই হল মায়া শক্তি। এই শক্তি বহিরঙ্গা শক্তি হবার কারণ এই শক্তি কখন'ই শ্রীকৃষ্ণের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে না, আরও পরিষ্কার করে বলতে হয় শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি চিচ্ছক্তির কার্যস্থল থেকে এই শক্তি সর্বদা বাইরে অবস্থান করে। মায়াশক্তির আবার দু'টি বৃত্তি— গুণমায়া ও জীবমায়া। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ— এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে বলা হয় গুণমায়া। ভগবানের শক্তিতে এই গুণমায়া জগতের গৌণ উপাদানে পরিণত হয়। অন্যদিকে জীবমায়া ঈশ্বরের শক্তিতে বর্হিমুখ জীবের স্বরূপ জ্ঞানকে আবৃত করে তাকে মায়ার দ্বারা মুগ্ধ করে রাখে। জীবমায়া এইভাবেই ঈশ্বরের শক্তি রূপেই সৃষ্টিকার্যে মুখ্য নিমিত্ত-কারণ হিসাবে ঈশ্বরের সহায়তা করে। তাই এই মায়া কৃষ্ণ বর্হিমুখ জীবকে কখনও সংসারের সুখ ভোগ করায় আবার কখনও দুঃখভোগে দীর্ণ করে।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'ক'

প্রশ্ন নং ১। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের রচনাকাল বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রস্তুত করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

প্রশ্ন নং ২। চিচ্ছক্তি বিষয়ে আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৮.৫ শ্রীচৈতন্য অবতারের কারণ ও প্রয়োজনীয়তা

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব মধ্যযুগের বঙ্গদেশের এক অতি স্মরণীয় ঘটনা। বৈষ্ণব ভক্তের দৃষ্টিতে তিনি স্বয়ং ভগবান। চৈতন্যজীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য রূপে আবির্ভাবের দিকটি গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেছেন। আলোচ্য গ্রন্থের আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে নানা যুক্তি প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্যরূপ অবতারের কারণ ব্যাখা করেছেন। একথা সকলেই জানি যে শ্রীচৈতন্যদেব বঙ্গে কৃষ্ণ অবতার রূপে সম্মান পেয়ে এসেছেন। যার ফলে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে একটি প্রশ্ন উঠে আসা স্বাভাবিক যে চৈতন্য অবতারের কারণ কী? রসিকশেখর স্বয়ং ভগবান লীলারস আস্বাদনের জন্য এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন; কিন্তু চৈতন্যজীবনীকার কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য অবতারের কারণ হিসাবে দু'টি বিশেষ লক্ষণের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এক: বহিরঙ্গ কারণ, দুই: অন্তরঙ্গ কারণ।

আরেক চৈতন্যজীবনীকার বৃন্দাবন দাসের মতে মধ্যযুগের তমসাচ্ছন্ন সামাজিক পরিস্থিতি থেকে মুক্তি লাভের জন্য অবশ্যম্ভাবী ছিল এমন একজন ব্যক্তিত্বের যার দ্বারা এই বিশৃঙ্খলতা দূরীভূত হওয়া সম্ভব। চৈতন্যের আবির্ভাবের ফলে সে দিনের বাঙালি জাতি নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। মূলত যে সময় চৈতন্যের আবির্ভাব সে সময় পর্যন্ত বাংলা ধর্মের গ্লানিতে পরিপূর্ণ ছিল। এরূপ বিশৃঙ্খল সামাজিক পটভূমিতে দুস্কৃতির বিনাশ সাধন ও ধর্ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে স্বয়ং কৃষ্ণ যেন চৈতন্য রূপে নদিয়ায় অবতীর্ণ হন। কারণ হিসাবে বৃন্দাবন দাস গীতার উদ্ধৃতি মিলিয়ে দেখান, যেখানে কৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন—

"যদা যদা হি-ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মনং সৃজাম্যহম।।"

-অর্থাৎ ভক্তের পালন ও দুষ্টের দমনে ভূ-ভার হরণ করার জন্যই কৃষ্ণের চৈতন্য অবতার। যদিও কবিরাজ গোস্বামী একেই চৈতন্য অবতারের মূল কারণ হিসাবে দেখেননি, বরং তিনি পৃথিবীর ভার হরণ কিংবা হরিনাম সংকীর্তনকে চৈতন্য অবতারের গৌণ কারণ হিসাবে বিবেচনা করেছেন। কারণ হিসাবে তিনি জানিয়েছেন—

"স্বয়ং ভগবানের কর্ম নহে ভার হরণ।
স্থিতিকর্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন।।
কিন্তু কৃষ্ণের হয় সেই অবতার কাল।
ভার হরণ কাল তাতে হইল মিশাল।।"

- বরং তিনি জানিয়েছেন প্রেমভক্তি প্রচার উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে চৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হলেও এটিকে এই অবতারতত্ত্বের বহিরঙ্গ কারণ হিসাবে চিহ্নিত করে তিনি চৈতন্য অবতারের অন্তরঙ্গ কারণ উন্মোচনে রত হন। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শিষ্য কৃষ্ণদাস গোস্বামী বলেছেন— ভগবান কৃষ্ণ

প্রধানত নিজ রসাস্বাদনের জন্য শ্রীমতি রাধার ভাব-কান্তি নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাই বৃন্দাবনে গোস্বামীদের নির্দেশ মতেই স্বরূপ দামোদরের কড়চা অনুসরণে চৈতন্য অবতারের যে কারণ তিনি নির্দেশ করেছেন তা'তে যে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সহমত ছিল সেটা সহজেই অনুমেয়। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী রাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে 'তিন সুখ' আস্বাদনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য রূপে অবতার। আর এ'টিকেই কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য অবতারের মুখ্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। স্বরূপ দামোদর তাঁর কড়চায় বলা হয়—

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা—
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যামদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।।"

- এই শ্লোকের অর্থ হল— শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কেমন, আমার মাধুর্য যা রাধা আস্বাদ করে— তা-ই বা কেমন, আমার মাধুর্যের অনুভূতি থেকে শ্রীরাধারই বা কী সুখের উদয় হয়— এই তিন বিষয়ে লোভ জন্মালে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে নদীয়ায় শচীমাতার গর্ভে জন্মলাভ করেন।

সুতরাং উপযুক্ত উক্তি অনুসরণ করেই কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য অবতারের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। সেই ব্যাখ্যা অনুসারে তিনি উল্লেখ করেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ তার তিনটি অপূরণীয় অভিলাষ পূরণের ইচ্ছায় এই ধরণীতে শ্রীচৈতন্য রূপে জন্মগ্রহণ করেন। আসলে কৃষ্ণের স্ব-প্রকাশ ব্রজলীলায় স্বীয় তিনটি বাসনা বা লোভের অপূর্ণতা ছিল। সেগুলি হল— এক) শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কেমন? খ) শ্রীরাধা আস্বাদিত কৃষ্ণের মধুরিমা কেমন? গ) কৃষ্ণের মাধুর্যের অনুভূতি থেকে শ্রীরাধার যে সুখ জন্মে তাই বা কেমন? এই অনাস্বাদিত তিন লোভ পূর্ণ করার মনীষায় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হন। কবিরাজ গোস্বামীর মতে এই হল শ্রীকৃষ্ণ অবতারের মুখ্য বা অন্তরঙ্গ কারণ। তাই তিনি লেখেন—

"রাধিকার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে।।
রাধাভাব অঙ্গী করি ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ।।"

মনে রাখতে হবে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় কৃষ্ণ ছিলেন রাধাপ্রেমের বিষয়। বিষয়রূপে প্রেম আস্বাদনের যে আনন্দ বা সুখ আশ্রয়রূপে তারই আস্বাদন বহুগুণ উচ্চকোটির। আর এ জন্যই কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

"কভু যদি হই এই প্রেমার আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়।"

-ফলত এই আশ্রয়জাত প্রেমের সুখের বিষয়ে উদগ্রীব হয়ে কৃষ্ণ সিদ্ধান্ত করেন যে যদি তিনি কখনও মাদনাখ্য ভাবের আশ্রয় হতে পারেন তবে তিনি প্রেমের এই আনন্দ অনুভবে সক্ষম হবেন।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় বাসনা হল নিজের প্রেমের মাধুর্য আস্বাদন করা। অনন্ত ও অদ্ভুত বলে কৃষ্ণ মাধুর্য আস্বাদন অসম্ভব অথচ মাদনাখ্য ভাব স্বরূপা শ্রীরাধা নিত্য সেই মাধুর্য আস্বাদনে সক্ষম। আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত যে—

"অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মাধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা।।
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্যামৃত আস্বাদে সকলি।।"

-ফলত যে কৃষ্ণ মাধুর্য শ্রীরাধা আস্বাদনে সক্ষম সেই মাধুর্য আস্বাদনই হল কৃষ্ণের দ্বিতীয় বাসনা বা ইচ্ছে।

এবার আলোচনা করা যাক কৃষ্ণের তৃতীয় বাসনা বা ইচ্ছে প্রসঙ্গে। কৃষ্ণের এই বাসনা অত্যন্ত গোপন। আর সেটি হল কৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদনে তো রাধা সক্ষম যা পূর্বেই বলা হয়েছে কিন্তু সেই মাধুর্য আস্বাদন করে রাধা যে সুখ পান তা জানার আকাঙ্ক্ষাই কৃষ্ণের তৃতীয় বাসনা। পূর্বের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে কৃষ্ণের মাধুর্যাশ্রিত সুখানুভূতি রাধাতেই অতি নিশ্চয় ও প্রবল। তাই কৃষ্ণের অসীম মাধুর্য আস্বাদনে রাধার যে সর্বাতিশায়ী উল্লাস তাই কৃষ্ণকে যেমন নিজের মাধুর্য আস্বাদনের জন্য প্রলোভিত করে ঠিক তেমনি রাধার কৃষ্ণপ্রেম-জনিত সুখের স্বরূপ উপলব্ধিতেও আকর্ষিত করে। আর এই সুখ উপলব্ধি রাধাভাব ভিন্ন কৃষ্ণের পক্ষেও অসম্ভব। সেইজন্য কৃষ্ণের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত—

"রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে।।
রাধাভাব অঙ্গীকার ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ।।"

ভগবান কৃষ্ণের প্রেমরস আস্বাদনের এই বাসনা কখন'ই অপূর্ণ থাকতে পারে না, কারণ তিনি রসিকশেখর, আর এতে যদি অপূর্ণতা থেকে যায় তবে তাঁর রসিকশেখরত্বের বিকাশও অপূর্ণ থেকে যায়। পূর্বপাঠের ফলে আমরা জেনেছি যে স্বরূপশক্তি হল শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শক্তি আর শ্রীরাধা হলেন সেই অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তির অংশ। ফলে কৃষ্ণের বাসনা পূরণের জন্য এবং সেবা দ্বারা কৃষ্ণকে সুখী করার জন্য শ্রীরাধা তাঁর মাদনাখ্য মহাভাব কৃষ্ণকে দেন। নিজের প্রত্যেক অঙ্গ দ্বারা কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে তাঁকে ভাবরূপা রাধায় পরিণত করলেন। এই 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত' কৃষ্ণই নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য হিসাবে

আবির্ভূত হলেন। সুতরাং বলতে বাধা নেই যে মধুর রসের সর্বাধিক বৈচিত্র্য আস্বাদনই চৈতন্যাবতারের মূল কারণ। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের অন্য আরেকটি উদ্দেশ্য হল রাগমার্গের ভক্তি প্রচার।

জেনে রাখা ভালো

মাদনাখ্য ভাব = ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার মনোভাব ব্যাখ্যাকারী ভাব হল মাদনাখ্য ভাব। এটি মহাভাবের একটি বিশেষ স্তর। বিশেষভাবে চিহ্নিতকরণের জন্য এই ভাবকে 'স্বয়ংপ্রেম'ও বলা হয়।

মনে রাখতে হবে প্রেমের সবচেয়ে ঘনীভূত স্তর হল মাদনাখ্য ভাব, ফলত এই ভাব হল মহাভাবের শ্রেষ্ঠ সার।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'খ'

প্রশ্ন নং ১। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ অনুসরণে চৈতন্য আবির্ভাবের বহিরঙ্গ কারণ বিষয়ে লিখুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

প্রশ্ন নং ২। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ অনুসরণে চৈতন্য আবির্ভাবের অন্তরঙ্গ কারণ বিষয়ে লিখুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৮.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম একটি দার্শনিক গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূল ভাববস্তু ফুটে উঠেছে। এছাড়াও শক্তি তত্ত্বের নানান প্রকার ভেদ (চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, মায়াশক্তি) সম্পর্কে দার্শনিক দিক ফুটে উঠেছে। সর্বোপরি শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের দার্শনিক ব্যাখ্যা ফুটে উঠেছে।

৮.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের কবি ও গ্রন্থ পরিচয় সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শক্তি তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া সম্ভব হল।
- শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কারণ সম্পর্কে জানা গেল।

৮.৮ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার (২০১৮ খ্রীঃ); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি,কলকাতা-০৯
- চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার (২০১৭ খ্রীঃ); প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা-০৯, আগস্ট চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (২০০৮ খ্রীঃ); বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা, কলকাতা, তুলসীপ্রকাশন
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার (২০১৬-২০১৭ খ্রীঃ); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণবুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৭৩
- মজুমদার, শ্রী সুবোধচন্দ্র (১৯৪১ খ্রীঃ), কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', পি সি মজুমদার এন্ড ব্রাদার্স, কলিকাতা

৮.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'ক'

১।নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: 'চৈতন্যচরিতামৃত'-র রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিত মহলে মত ভিন্নতা লক্ষণীয়।..... কিন্তু সামগ্রিক যুক্তি পরম্পরার নিষ্পত্তি টেনে একথা বলা যায় যে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের আবির্ভাব কাল ষোড়শ শতকের শেষার্ধ। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

২।নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: শ্রীকৃষ্ণের চিত্তের স্বরূপ-সমন্ধীয় শক্তিকে চিহ্নিত করা হয় চিচ্ছক্তি হিসাবে; চিচ্ছক্তি অর্থাৎ চিৎ-শক্তি। ..... অর্থাৎ সৎ, চিৎ আনন্দ শক্তির সংযোগে গড়ে উঠেছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। ..... সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখেনা কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমাহারই সচ্চিদানন্দ। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'খ'

১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: আরেক চৈতন্যজীবনীকার বৃন্দাবন দাসের মতে মধ্যযুগের তমসাচ্ছন্ন সামাজিক পরিস্থিতি থেকে মুক্তি লাভের জন্য অবশ্যম্ভাবী ছিল এমন একজন ব্যক্তিত্বের যার দ্বারা এই বিশৃঙ্খলতা দূরীভূত হওয়া সম্ভব।..... যদিও কবিরাজ গোস্বামী একেই চৈতন্য অবতারের মূল কারণ হিসাবে দেখেন নি, বরং তিনি পৃথিবীর ভার হরণ কিংবা হরিনাম সংকীর্তনকে চৈতন্য অবতারের গৌণ কারণ হিসাবে বিবেচনা করেছেন। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

২। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শিষ্য কৃষ্ণদাস গোস্বামী বলেছেন— ভগবান কৃষ্ণ প্রধানত নিজ রসাস্বাদনের জন্য শ্রীমতি রাধার ভাব-কান্তি নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাই বৃন্দাবনে গোস্বামীদের নির্দেশ মতেই স্বরূপ দামোদরের কড়চা অনুসরণে চৈতন্য অবতারের যে কারণ তিনি নির্দেশ করেছেন..... সেই ব্যাখ্যা অনুসারে তিনি উল্লেখ করেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ তার তিন'টি অপূরণীয় অভিলাষ পূরণের ইচ্ছায় এই ধরণীতে শ্রীচৈতন্য রূপে জন্মগ্রহণ করেন।..... কবিরাজ গোস্বামীর মতে এই হল শ্রীকৃষ্ণ অবতারের মুখ্য বা অন্তরঙ্গ কারণ। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

? ৮.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

প্রশ্ন নং ১ : কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরিচয় ও জীবনীকাব্য 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' সম্পর্কে আলোচনা করুন।

প্রশ্ন নং ২ : শক্তিতত্ত্ব সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা প্রস্তুত করুন।

প্রশ্ন নং ৩ : 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ অনুসরণে চৈতন্য আবির্ভাবের কারণ আলোচনা করুন।

প্রশ্ন নং ৪ : চৈতন্য অবতাবের অন্তরঙ্গ কারণটি বিস্তৃত আলোচনা করুন।

*** *** ***